উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (বি এন এফ ই)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
ক.	পটভূমি		
১।	সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং অঙ্গীকার		৩
২।	মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিত		৪
৩।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি এবং সাংগঠনিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ		৫
৪।	সংজ্ঞাসমূহ		৫
৫।	ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য		৬-৭
৬।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি		৭
৭।	গুণগত মান নিশ্চিতকরণ		৮
৮।	অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গে সমন্বয় এবং সংযোগ স্থাপন		৮
৯।	স্থায়ীত্ব এবং স্থানীয় জনসাধারণের মালিকানাবোধ		৯
১০।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য এবং পরিচালনা-নীতিমালা		৯-১০
১১।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠনসমূহের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য		১০-১২
১২।	প্রস্তাবিত কাঠামোর মূল গঠন		১২
১৩।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বাস্তবায়ন কৌশল		১৩
১৪।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠনের (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো) পরিচালনা-কৌশল		১৩-১৫
১৫।	উপসংহার		১৫
১৬।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো	পরিশিষ্ট 'ক'	১৬
১৭।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পদসমূহ এবং তাদের বেতন কাঠামো	পরিশিষ্ট 'খ'	১৭
১৮।	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের কর্মপরিধি	পরিশিষ্ট 'গ'	১৮-২০
১৯।	জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	পরিশিষ্ট 'ঘ'	২১

মুখবন্ধ

সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য সরকার দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ। এ মহৎ সংকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত করতে হলে দেশের সকল নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তুলতে হবে। আমাদের দেশের বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার রেখাচিত্রে বয়স্ক নিরক্ষর সর্বাধিক। এদেরকে সাক্ষরতা দান করা শিশুদের সাক্ষর করার তুলনায় অনেক কঠিন। পাঠ্য বিষয় আকর্ষণীয় না করা গেলে তাদের সাক্ষর করে তোলা দুষ্কর। ব্যবহারিক সাক্ষরতা দান করতে হলে তাদের জন্য প্রণীত পুস্তকে বাস্তব জীবনের সমস্যা ও সমাধানের কথা থাকতে হবে। তারা যাতে দক্ষ নাগরিক হিসাবে উন্নততর জীবন যাপন করতে পারে, তার প্রয়োজনীয় উপকরণও সেখানে থাকতে হবে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এনজিও প্রতিনিধিগণের জ্ঞান ও মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণীত হয়েছে।

ইংরেজিতে প্রণীত Non-Formal Education (NFE) Policy ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাধারণের নিকট আরও সহজবোধ্য করার প্রয়াসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতির বাংলা অনুবাদে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষতঃ সিনিয়র সহকারী প্রধান বেগম কুররাতুল আয়েন সফদার। তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এছাড়াও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও পিএলসিইএইচডি-১ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, যাঁরা এই অনুবাদে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের কাজে লাগলে এ উদ্যোগ সার্থক হবে।

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
ভারপ্রাপ্ত সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি

ক. পটভূমি

১। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং অঙ্গীকার

বাংলাদেশের সংবিধান শিক্ষাকে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং রাষ্ট্রের উপর নিম্নোক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে :
'(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের আওতায় নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে এবং ২০০০ সালে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্রমান্বয়ে জাতীয় উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আসছে। তাছাড়া বাংলাদেশ "জাতিসংঘ নারী অধিকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ" এবং "জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ" এর মত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদসমূহে স্বাক্ষর প্রদানকারী রাষ্ট্র। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার অধিকারকে আরও অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২। মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিত

নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের অবক্ষয় - অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন এবং অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। সরকার জনসাধারণের, বিশেষত অনগ্রসর মানুষের সাক্ষরতা, দক্ষতা-প্রশিক্ষণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং একটি শিক্ষিত জনসমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, সবার জন্য শিক্ষা'র জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পসমূহে সরকারের অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। অংশীদারিত্ব সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থার ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে ২০০৩ সালের মে মাসে জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। জাতীয় টাস্ক ফোর্সকে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি পরামর্শক দল নিয়োগ করা হয়। এ পরামর্শক দল টাস্ক ফোর্সের ধারাবাহিক সভা এবং কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৪ সালের জুন মাসে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে। জাতীয় টাস্ক ফোর্সের আওতায় প্রণীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির রূপরেখাটিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পরিধি এবং সম্ভাব্য সুবিধাভোগী কারা হবে ইত্যাদি বিষয় বিধৃত হয়েছে। সংগঠন হিসেবে তৎকালীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়, যা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি প্রণয়নকালে একটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। দু'টি প্রতিবেদনই ২১ জুলাই ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত কর্মশালায় উপস্থাপিত ও পর্যালোচিত হয়।

৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি এবং সাংগঠনিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির প্রধান অংশসমূহ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির প্রধান অংশসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলো :

৫। সংজ্ঞাসমূহ

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে পরিচালিত উদ্দেশ্যমূলক এবং পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত একটি শিখন-প্রক্রিয়া। এটি বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন পরিবেশের শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সময়, স্থান ও সাংগঠনিকভাবে শিথিল প্রক্রিয়ায় বিন্যস্ত এবং মৌলিক শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত। এ শিখন-প্রক্রিয়া উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি শিক্ষায় প্রবেশাধিকার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করে। মৌলিক শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা প্রভৃতি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন ধাপের মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকতে পারে, অথবা এটি বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হতে পারে।

খ) সাক্ষরতা : সাক্ষরতা হচ্ছে পড়া, অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে এবং লিখার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা, যোগাযোগ স্থাপন করা এবং গণনা করার দক্ষতা। এটি একটি ধারাবাহিক শিখন-প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজস্ব বলয় এবং বৃহত্তর সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতা ও জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

গ) অব্যাহত শিক্ষা : অব্যাহত শিক্ষা হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক শিক্ষার (সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা) বাইরে জীবনব্যাপী শিখন-প্রক্রিয়ার একটি সুযোগ।

৬। ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) ভিশন :

সাংবিধানিক অঙ্গীকার সমুন্নত রাখতে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব ক্ষমতাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করে পরিবার ও সম্প্রদায়ের কার্যকর সদস্যরূপে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদেরকে উৎপাদনক্ষম ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

খ) মিশন :

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, যুবক ও বয়স্কদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সাক্ষরতা, মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং যথাযথ ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে পর্যাপ্ত জ্ঞান, উৎপাদনমুখী দক্ষতা ও জীবনমুখী দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ) লক্ষ্য :

জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-২ (২০০৪-২০১৫) এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতার হার ৫০% ভাগে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে কমিউনিটি শিখন কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করে কার্যকর দক্ষতা-প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিখন প্রক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

ঘ) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ

শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক

i) সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

ii) শিক্ষা এবং দক্ষতা-প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে আয়সৃজনী ও জীবনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বনির্ভর, উৎপাদনশীল এবং ক্ষমতাবান নাগরিকে পরিণতকরণ;

iii) সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে পরিচালনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;

iv) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং

v) শিক্ষার্থী, স্থানীয় সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা এবং স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে একটি বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালিকানাবোধ সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ও কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এবং জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি।

৭। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকাণ্ডে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবক-যুবতীদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে সকল ধরনের সুযোগবঞ্চিতদের যেমন : উপজাতীয়, দুর্গম (হাওর, চর ও উপকূলীয় এলাকাবাসী), দুঃস্থ (যেমন : পথশিশু, কর্মজীবী শিশু) এবং অন্য যে কোনভাবে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিশেষ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি নিম্নরূপ :

ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা;

খ) যে সকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিকল্প ধারার মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা;

গ) কিশোর-কিশোরী, ১৬-২৪ বছর এবং পঁচিশোর্ধ বয়সী যারা কখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নি অথবা ঝরে পড়েছে, উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি;

ঘ) সকল ধরনের অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি এবং

ঙ) উপানুষ্ঠানিক ধারায় বৃত্তিমূলক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

৮। গুণগত মান নিশ্চিতকরণ :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে গুণগত মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পেশাগত দক্ষতা ও কার্যকর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এগুলো হচ্ছে :

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের জ্ঞানের পরিধি, দক্ষতা ও শিখন-চাহিদা নিরূপণ;

খ) যথাযথ পরিবীক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের অর্জিত দক্ষতা নিরূপণ;

গ) শিক্ষার্থীদের জন্য প্রমিত মূল্যায়নের উপায় ও পদ্ধতি প্রণয়ন;

ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স সমাপ্তকারীদের মূল ধারায় আনার ব্যবস্থা করণ;

ঙ) বিভিন্ন কোর্সের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় কারিকুলাম ও শিখন মডিউল প্রণয়ন;

চ) যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব, সে সকল ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমমান প্রতিষ্ঠাকরণ;

ছ) শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

জ) কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য তৃতীয় একটি সংস্থা নিয়োজিতকরণ;

ঝ) কর্মসূচির লক্ষ্য সহজে বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের সংস্থান, অভ্যন্তরীণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি, যা শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে, তা চিহ্নিতকরণ এবং গুণগত মানের সূচক নির্ধারণ ও মূল্যায়ন এবং

ঞ) কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও দীর্ঘমেয়াদী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নির্ধারণ।

৯। অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় এবং সংযোগ স্থাপন :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা, বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা এবং বেসরকারি সংগঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে।

১০। স্থায়িত্ব এবং স্থানীয় জনসাধারণের মালিকানাবোধ :

ক) চাহিদা, ব্যয়, চাহিত সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা এবং অর্থায়নের উপর ভিত্তি করে কর্মসূচির বাস্তবভিত্তিক অঙ্গসমূহ নির্ধারণ;

খ) যে সকল কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো ইতোপূর্বে যাচাইকৃত শিখন-চাহিদা পূরণে সক্ষম কি-না তা মূল্যায়ন করা;

গ) প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস, কমসূচির ব্যবস্থাপনা এবং এতে কমিউনিটি এবং অন্যান্য অংশীজনের মালিকানাবোধ প্রতিষ্ঠা;

ঘ) শিখন কেন্দ্রসমূহের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) গঠন;

ঙ) কর্মসূচির কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার অব্যাহত মূল্যায়ন;

চ) শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে গুণগত মান নিরূপণের প্রক্রিয়া চালুকরণ, পরিবর্তনশীল চাহিদা নিরূপণ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

ছ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য তথ্যপ্রবাহ, উপদেশমূলক সহায়তা, সংযোগ স্থাপন, ঋণ প্রাপ্যতা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের সহায়তা গ্রহণ।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য এবং পরিচালনা-নীতিমালা

১১। প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবায়ন কাঠামো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির রূপরেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং তা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও কৌশলগত লক্ষ্য পূরণ করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির অংশ হিসেবে সরকার মূল বৈশিষ্ট্যাবলীসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবায়ন কাঠামো প্রস্তাব করেছে, যা নিম্নরূপ:

ক) জাতীয় পর্যায় : জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। সরকারকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য নীতি নির্ধারক, পেশাজীবী, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে।

খ) বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা : ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীদলের বিভিন্নমুখী চাহিদা এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে ব্যাপক পরিধির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

গ) আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং গতিসঞ্চার : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়নকারী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্যতার বিষয়টিতে গতি সঞ্চার ও সমন্বয় করবে।

ঘ) অংশীদারিত্ব সৃষ্টির জন্য পদ্ধতি : জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক সংস্থা, নিয়োগকর্তা এবং যারা উদ্যোগ উন্নয়নে ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করতে পারে তাদের মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করবে।

ঙ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির উন্নয়ন : সার্বিক উন্নয়নের এবং জাতীয় মানবসম্পদের উন্নয়নের কৌশল হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো পেশাগত নেতৃত্ব প্রদান করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে বিযুক্ত প্রকল্পের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি 'প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচ' গ্রহণ করা হবে।

১২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠনসমূহের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ :

i) জাতীয় পর্যায় :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় পর্যায়ের কাঠামো নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে :

ক) একটি সমন্বিত সাব-সেক্টর অ্যাপ্রোচ ঃ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, বৃহত্তর সুশীল সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় একটি সমন্বিত এনএফই সাব-সেক্টর অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং এর গতি সঞ্চার করবে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকান্ডের সার্বিক সমন্বয়ের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করবে।

খ) নীতি নির্ধারণ, সমন্বয় এবং সহায়তা প্রদান : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির উন্নয়ন ও পর্যালোচনা, প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচের সাহায্যে সরকারি ও বেসরকারি সকল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পর্যালোচনা এবং এগুলোর মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করবে।

গ) অর্থ সঞ্চালন : দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকাণ্ডের জন্য সরকার, আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় জনগণ এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ ও সঞ্চালন করবে।

ঘ) কারিগরি সহায়তা : প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপদেষ্টা-সহায়তা এবং স্থানীয়ভাবে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

ঙ) ডাটাবেজ স্থাপন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম : সমগ্র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের মধ্যে ডাটাবেজ পরিচালনা ও এমআইএস চালু করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় মানে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংগঠনের সরাসরি সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচিসমূহ মূল্যায়ন করবে।

চ) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন : সংগঠনটি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনটি কেবল সুনির্দিষ্ট সরকারি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে না বরং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সমস্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে।

ছ) সাধারণ প্রশাসন : জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রশাসন (দৈনন্দিন কার্যক্রম, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সংগ্রহ-ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা) পরিচালনা করবে।

ii) মাঠ পর্যায়

প্রারম্ভিক পর্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামো জেলা পর্যায়ে স্থাপন করা হবে। জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জেলা পর্যায়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ হবে নিম্নরূপ :

ক) জেলা পর্যায়ে প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং সকল অংশগ্রহণকারীর সহযোগিতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা;

খ) বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের সঞ্চালন ও ব্যবহার;

গ) জেলা পর্যায়ে ডাটাবেজ স্থাপন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

ঘ) জেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয় এবং গতি সঞ্চার করা এবং

ঙ) জেলা পর্যায়ের কাঠামোর অভ্যন্তরীণ প্রশাসন।

১৩। প্রস্তাবিত কাঠামোর মূল গঠন নিম্নরূপ :

i) জাতীয় পর্যায়ের কাঠামো

জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকান্ড তদারকি এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। ব্যুরো সরকারের পক্ষ হতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

খ) একজন মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্ব প্রদান করবেন। এছাড়াও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আরও ৩৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যুরোতে দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় সরকার তার বাৎসরিক নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করবে।

ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ঙ) ৩৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সহযোগে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে, যা পরিশিষ্ট 'খ' তে দেখানো হয়েছে।

চ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মূল পদসমূহের দায়িত্বাবলী পরিশিষ্ট 'গ' তে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ii) জেলা পর্যায়ের কাঠামো

জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলার প্রতিটিতে ৩ জন করে কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে, যা পরিশিষ্ট 'খ' তে উপস্থাপন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের কাঠামো অনুচ্ছেদ ১২(ii) অনুযায়ী কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।

১৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কৌশল

সার্বিক ও কার্যকর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নরূপ বাস্তবায়ন-কৌশল অনুসরণ করবে :

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) স্থানীয় শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;

গ) শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-পদ্ধতি;

ঘ) শিথিল শিখন-পদ্ধতি : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন একটি শিথিল শিখন-পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, যাতে সীমিত সম্পদের মধ্যে শিখন-প্রক্রিয়া, বিষয়, ধারা, সময় এবং স্থান নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং তাদের পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া হবে;

ঙ) আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পার্শ্ব-প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;

চ) পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিসমূহ সমতা, লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ-সংবেদনশীলতা, সুশাসন, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ এবং ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার একীভূতকরণের মত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ, সহায়তা ও উন্নয়ন করবে, যা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া, শিক্ষক/সহায়কদের প্রশিক্ষণের বিষয় ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হবে;

ছ) দক্ষতা-প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি বিভাগসমূহ, বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থাসমূহকে ব্যবহার করা হবে;

জ) বেসরকারি খাত এবং বেসরকারি সংস্থা যারা দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষানবিশি এবং কর্মসংস্থান করে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সম্পর্কে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হবে।

১৫। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠনের (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো) পরিচালনা-কৌশল

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর নীতি ও যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পরিচালনা-কৌশল নিম্নরূপ হবে :

ক) তদারকি, গতিসঞ্চার এবং সহায়তা : জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের নীতি এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং তাতে গতিসঞ্চার ও সহায়তা প্রদান করবে।

খ) একাধিক উৎসের অর্থায়ন : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য বহিঃ অনুদান ও ঋণ, সরকারি অনুদান, শিক্ষার্থীর 'ফি' প্রভৃতি নানাবিধ উৎসের অর্থায়নের বিষয় সন্ধান ও তাতে গতিসঞ্চার করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি মূল কাঠামো বজায় রাখা এবং অনুমোদিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অর্থায়নের বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকবে।

গ) স্বল্পসংখ্যক যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে স্বল্পসংখ্যক পেশাদার কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকারের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। সংগঠনটির মানবসম্পদ উন্নয়নের নীতিতে পেশাদারিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং পেশাগত দক্ষতা বজায় রাখা এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। একইভাবে জেলা পর্যায়েও পেশাগত দক্ষতা বজায় রাখা হবে।

ঘ) বহিঃ উৎসের সহায়তা : যখন প্রয়োজন বহিঃ উৎস হতে কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ, উপকরণ উন্নয়ন, যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য সহায়তা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা ও গবেষণামূলক সংগঠন, সক্ষম বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে একটি অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে।

ঙ) দক্ষতাবৃদ্ধি : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের সংগঠন এবং তাদের বাস্তবায়নকারী অংশীদারিত্বের পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতাবৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গ্রহণ করবে।

চ) বিকেন্দ্রীকরণের বিস্তৃতি : জেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে, স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে মালিকানাবোধ সৃষ্টি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

ছ) ফলাফলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল কর্মকাণ্ডের ফলাফলকে সামনে রেখে ব্যয়-কার্যকরী ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন-দক্ষতার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে। নির্ধারিত নিয়ম/বিধি, ফলাফল এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে অংশীদারি সংস্থাসমূহকে অর্থায়ন করা হবে।

ঞ) সুবিধাভোগীভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সকল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নকারীর মধ্যে কার্যকর সহায়তা ও অংশগ্রহণের কৌশল নিশ্চিত করবে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিক মাত্রায় আত্ম-নির্ভরতা আনয়ন করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকল অংশীজনের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং মালিকানাবোধ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সফলতা ও স্থায়িত্বের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

১৬। উপসংহার

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির অগ্রাধিকার এবং ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড নির্ধারণে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে, যার মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালন করা সম্ভব হবে।

১৬। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো

পরিশিষ্ট-ক

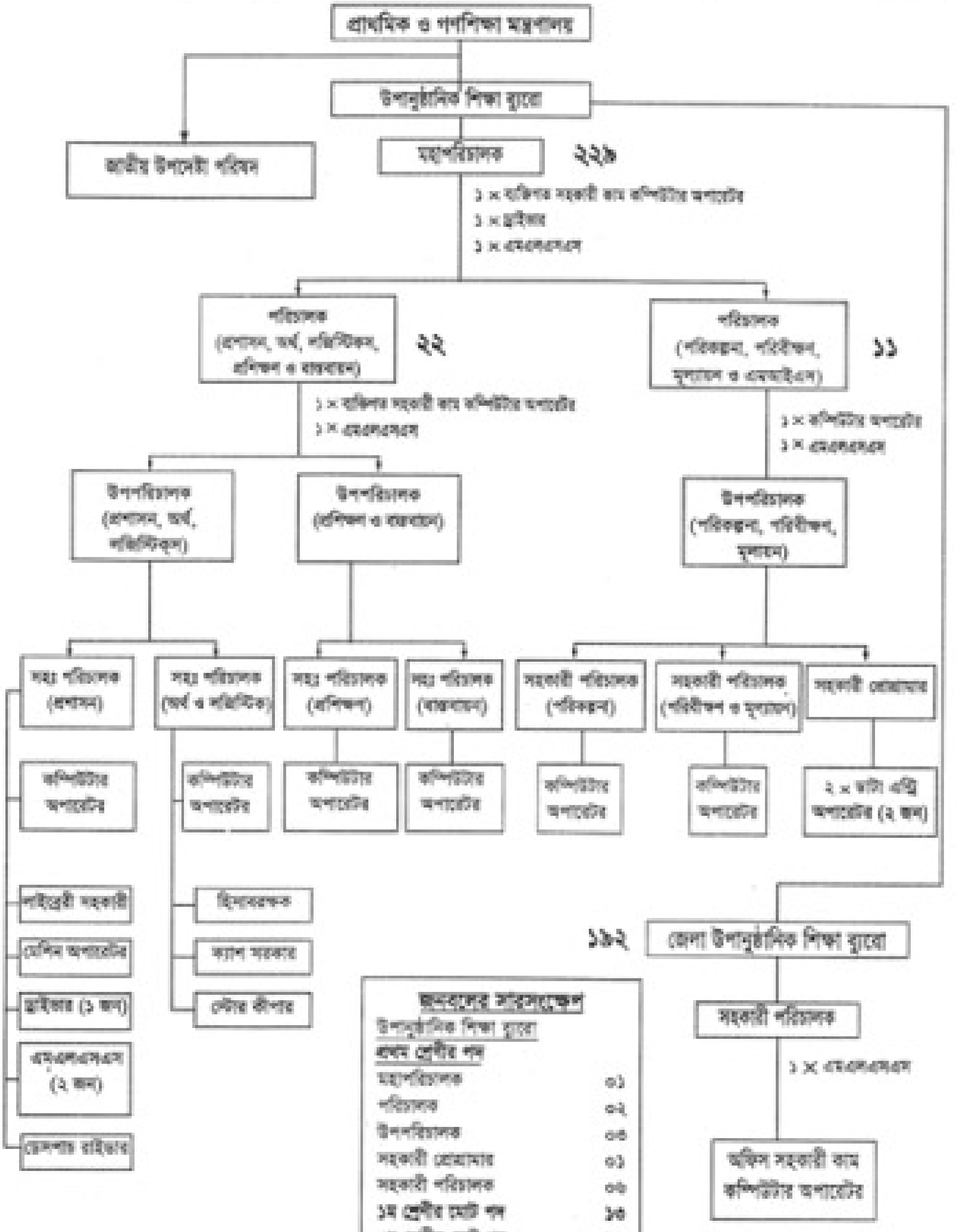

জনবলের সারসংক্ষেপ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

প্রথম শ্রেণীর পদ

মহাপরিচালক	০১
পরিচালক	০২
উপপরিচালক	০৩
সহকারী প্রোগ্রামার	০১
সহকারী পরিচালক	০৬
১ম শ্রেণীর মোট পদ	১৩
৩য় শ্রেণীর মোট পদ	১৭
৪র্থ শ্রেণীর মোট পদ	০৭
সর্বমোট পদসংখ্যা	৩৭

জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

১ম শ্রেণীর পদ

সহকারী পরিচালক	০১× ৬৪= ৬৪

৩য় শ্রেণীর পদ

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১× ৬৪= ৬৪
৪র্থ শ্রেণীর পদ	০১× ৬৪= ৬৪
সর্বমোট	= ২২৯

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পদসমূহ এবং তাদের বেতন কাঠামো

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন স্কেল
১.	মহাপরিচালক	০১ জন	১৬৮০০/--২০৭০০/-
২.	পরিচালক	০২ জন	১৩৭৫০/--১৯২৫০/-
৩.	উপ-পরিচালক	০৩ জন	১১০০০/--১৭৬৫০/-
৪.	সহকারী পরিচালক	০৬ জন	৬৮০০/--১৩০৯০/-
৫.	সহকারী প্রোগ্রামার	০১ জন	৬৮০০/--১৩০৯০/-
৬.	কম্পিউটার অপারেটর	০৬ জন	৩৫০০/--৭৫০০/-
৭.	লাইব্রেরি সহকারী	০১ জন	৩৫০০/--৭৫০০/-
৮.	ব্যক্তিগত সহকারী	০৩ জন	৩৩০০/--৬৯৪০/-
৯.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০২ জন	৩০০০/--৫৯২০/- ৩৩০০/--৬৯৪০/-
১০.	হিসাবরক্ষক	০১ জন	৩৫০০/--৭৫০০/-
১১.	ক্যাশ সরকার	০১ জন	২৮৫০/--৫৪১০/-
১২.	মেশিন অপারেটর	০১ জন	২৬০০/--৪৮৭০/-
১৩.	গাড়ি চালক	০২ জন	৩০০০/--৫৯২০/- ৩১০০/--৬৩৮০/-
১৪.	স্টোরকীপার	০১ জন	৩০০০/--৫৯২০/-
১৫.	এম এল এস এস	০৫ জন	২৪০০/--৪৩১০/-
১৬.	ডেসপাচ রাইডার	০১ জন	২৪০০/--৪৩১০/-
	মোট	৩৭ জন	

১৮। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের কর্মপরিধি

পরিশিষ্ট-গ

মহাপরিচালক

১. জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সার্বিক পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং পর্যালোচনা ও উন্নয়ন।

৩. জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সম্পদ সঞ্চালন ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৫. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কার্যক্রমের সমন্বয়।

৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিসমূহ নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

৮. ব্যুরোর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করা।

৯. বিশেষজ্ঞ-সেবার ক্ষেত্র ও প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ।

১০. ইআরডি, আইএমইডিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা।

১১. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ, লজিস্টিকস, বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ)

১. কর্মকর্তা -কর্মচারীগণের সাধারণ ও আর্থিক প্রশাসন।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সম্পদ সঞ্চালন ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩. কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ ও বদলি সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং কর্মসূচির বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড়করণ ও ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ।

৫. কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের তদারকি ও সমন্বয়।

৬. কর্মসূচি বাস্তাবায়নের জন্য সেবা ও সম্পদ সরবরাহ।

৭. এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়াকরণ।

৮. সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও যোগাযোগ-মাধ্যমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।

৯. কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিও এবং সিএমসি প্রভৃতির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের পুনর্ভরণ ও নিরীক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১১. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

পরিচালক (পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও এমআইএস)

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বার্ষিক, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা।

৪. প্রকল্প দলিল প্রস্তুতকরণ।

৫. কর্মসূচি পরিবীক্ষণ এবং তদনুযায়ী সংশোধনীমূলক নির্দেশনা প্রদান।

৬. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়, ইআরডি, আইএমইডি এবং উন্নয়ন সংস্থায় প্রেরণের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

উপ-পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও লজিস্টিকস)

১. জনবল ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক প্রশাসন।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সম্পদ সঞ্চালন ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩. বাজেট, অর্থ ছাড়করণ ও নিরীক্ষা।

৪. কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সেবা ও সম্পদ সংগ্রহ।

৫. বিল্ডিং, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ।

৬. অডিটের ব্যবস্থা করা ও অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি করা।

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন)

১. কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকদের সহায়তা করা।

২. কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের তদারকি ও সমন্বয়।

৩. প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৪. সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে সংযোগ স্থাপন।

৫. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন প্রদান, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও এতদসংক্রান্ত উপকরণ উন্নয়ন।

৬. কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

উপপরিচালক (পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি প্রণয়ন।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বার্ষিক, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩. প্রকল্প দলিল প্রস্তুতকরণ।

৪. প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়, ইআরডি, আইএমইডি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রেরণের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৫. কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও তদনুযায়ী সংশোধনীমূলক নির্দেশনা প্রদান।

৬. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

সহকারী প্রোগ্রামার

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য MIS এর মাধ্যমে উপাত্ত-ব্যাংকে গড়ে তোলা।

২. কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কর্তৃপক্ষকে তথ্য সরবরাহ।

৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ এবং সেগুলো হাল-নাগাদ করা।

৪. কম্পিউটার সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান।

৫. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করা।

৬. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

১৯। জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (৬৪টি জেলার জন্য) <u>পরিশিষ্ট-ঘ</u>

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন স্কেল
১.	সহকারী পরিচালক	০১	৬৮০০/--১৩০৯০/-
২.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	৩৩০০/--৬৯৪০/-
৩.	এম এল এস এস	০১	২৪০০/--৪৩১০/-
	মোট	০৩X৬৪ = ১৯২	